

র্জন।
রোদবাটিন
ত ছিলেন
শঙ্কর পাল,
দার, জেলা
বিধায়ক
লর জেলা
াজ দাস,
মস্ত মোচার
তিরা।

১
টি

এ ধরনের
ও দলিত
রণ করবে
।। উল্লেখ্য,
দের মধ্যে
সমিতির
রবিদাসও
তপশিলি
কেন্দ্রীয়
পাদকের
গেছে।
ক প্রাপ্ত
আজও
না দিয়ে
মিকদের
। থানায়
ও হুমকি
। যতটুকু
গ্রমিক ও
দর উপর
দালনের
ও সমাজ
আগামী
বসছে।
নিও এক

তপাহত ছিলেন। এ দিন স্বাস্থ্যমন্ত্রীও
এ বিষয়ে উপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণের
আশ্বাস প্রদান করেছেন।

ইকফাই ত্রিপুরায় নয়া আচার্য

কামালঘাট

৩১ আগস্ট : দেশের অন্যতম প্রখ্যাত
রসায়নবিদ, বিশিষ্ট শিক্ষাব্যক্তিত্ব তথা
বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি আয়োগের প্রাক্তন
চেয়ারম্যান অধ্যাপক ডি এন
রাজশেখরণ পিল্লাই ইকফাই
বিশ্ববিদ্যালয় ত্রিপুরার আচার্য পদে
যোগ দিচ্ছেন। হায়দ্রাবাদস্থিত ইকফাই
সোসাইটি পাঁচ বছরের জন্য উনাকে
এই পদে মনোনয়ন দিয়েছে। ত্রিপুরার
রাজ্যপাল তথা বিশ্ববিদ্যালয়ের
পরিদর্শক ইতোমধ্যেই এই মনোনয়নে
সিলমোহর দিয়েছেন। তিনি ডঃ জে
মহিন্দার রেড্ডির স্থলাভিষিক্ত হচ্ছেন।
আগামী মাসের প্রথম সপ্তাহেই
ইকফাই বিশ্ববিদ্যালয় ত্রিপুরার আচার্য
পদে যোগ দেবেন অধ্যাপক ডি এন
রাজশেখরণ পিল্লাই। একুশে
সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিতব্য সমাবর্তন
সমারোহেও তিনি উপস্থিত থাকবেন।
কেরালার বাসিন্দা অধ্যাপক পিল্লাই-
এর কর্মজীবন অত্যন্ত বর্ণময়। দীর্ঘ
কর্মজীবনে অধ্যাপক পিল্লাই দেশের
শিক্ষাজগতে অত্যন্ত সুনামের সাথে
বিভিন্ন উচ্চপদে কাজ করেছেন। তিনি
বর্তমানে রাজস্থানের মেবার
বিশ্ববিদ্যালয়ের সভাপতি পদে আসীন
রয়েছেন। একই সঙ্গে মানবসম্পদ
উন্নয়নে ব্রতী নয়াদিল্লীস্থ একটি সংস্থার
অবৈতনিক সভাপতির পদ সামলাচ্ছেন
অধ্যাপক রাজশেখরণ পিল্লাই। ১৯৭১
সালে কর্মজীবন শুরু করার পর বিগত
৪৭ বছরে তিনি সম্মানের শিখরে
পৌঁছেছেন। অত্যন্ত মেধাবী ছাত্র থেকে
বিজ্ঞান গবেষক হয়ে উঠা এহেন
ব্যক্তিত্ব কেরালা বিশ্ববিদ্যালয়ের
অধ্যাপক হিসাবে কর্মজীবন শুরু
করেন।

আ

আগরত
চাঁদার
থেকে
সাধারণ
থেকে
বাজার
সবমিটে
বিরাজ
সংশ্লিষ্ট
অসন্তো
জুলুমের
বাজার-
থাচ্ছে।
থেকে
কারণে
না। এতে
না। সম
ব্যবসায়
পণ্য কি
থেকে
মুরগী,
হয়েছে
আসায়
ফল, ছা
পাচ্ছেন
উপর।

ভ

তদ

আগরত
প্রেম দি
যাওয়া
নিয়েছে
সদস্য
হয়েছে
দপ্তরের
মহারাজ
বিদ্যাল
চৌধুরী
অজিত

৩৬৮৮৮৮ ও ধমনগর মহকুমা কামাটর
সদস্য সজীব চক্রবর্তী। আতাকুরকে

রতন রায়, নন্দ ভট্টাচার্য্য, বুদ্ধ দেব
চৌধুরী, হরকুমার নাথ।

আবৃত্তিতে অংশ নেবেন। শুরুতে
প্রথম দিন বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা হবে।

ঘর
য়তা

৩১
হায়তায়
সংঘের
লে জেলা
২ হাজার
য়া হয়।
মা শাসক
থেকে
বীর ত্রাণ
হু বলে
কর্মচারী
বলেন,
রাজ্যের
মুখ্যমন্ত্রী
গয় উদ্ভুদ্ধ
বী সংঘ
করে
করছেন।

ইকফাই-র নতুন আচার্য ভিএনআর পিল্লাই

কামালঘাট, ৩১ আগস্ট ।। দেশের
অন্যতম প্রখ্যাত রসায়নবিদ, বিশিষ্ট
শিক্ষাব্যক্তিত্ব তথা বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী
আয়োগের প্রাক্তন চেয়ারম্যান
অধ্যাপক ভি এন রাজশেখরন পিল্লাই
ইকফাই বিশ্ববিদ্যালয় ত্রিপুরার
আচার্য্য পদে যোগ দিচ্ছেন।
হায়দ্রাবাদস্থিত ইকফাই সোসাইটি
পাঁচ বছরের জন্য উনাকে এই পদে
মনোনয়ন দিয়েছে। ত্রিপুরার
রাজ্যপাল তথা বিশ্ববিদ্যালয়ের
পরিদর্শক ইতোমধ্যেই এই
মনোনয়নে সীলমোহর দিয়েছেন।
তিনি ডঃ জে মহিন্দার রেড্ডির
স্থলাভিষিক্ত হচ্ছেন। আগামী মাসের
প্রথম সপ্তাহেই ইকফাই বিশ্ববিদ্যালয়
ত্রিপুরার আচার্য্য পদে যোগ দেবেন
অধ্যাপক ভি এন রাজশেখরন
পিল্লাই। একুশে সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিতব্য
সমাবর্তন সমারোহেও তিনি উপস্থিত
থাকবেন। কেরালার বাসিন্দা
অধ্যাপক পিল্লাই-এর কর্মজীবন
অত্যন্ত বর্ণময়। দীর্ঘ কর্মজীবনে

অধ্যাপক পিল্লাই দেশের শিক্ষাজগতে
অত্যন্ত সুনামের সাথে বিভিন্ন
উচ্চপদে কাজ করেছেন। তিনি
বর্তমানে রাজস্থানের মেবার
বিশ্ববিদ্যালয়ের সভাপতি পদে
আসীন রয়েছেন। একই সঙ্গে
মানবসম্পদ উন্নয়নে ব্রতী নয়াদিল্লি
একটি সংস্থার অবৈতনিক সভাপতির
পদ সামলাচ্ছেন অধ্যাপক
রাজশেখরন পিল্লাই। ১৯৭১ সালে
কর্মজীবন শুরু করার পর বিগত ৪৭
বছরে তিনি সম্মানের শিখরে
পৌঁছেছেন। অত্যন্ত মেধাবী ছাত্র থেকে
বিজ্ঞান গবেষক হয়ে ওঠা এহেন
ব্যক্তিত্ব কেরালা বিশ্ববিদ্যালয়ের
অধ্যাপক হিসাবে কর্মজীবন শুরু
করেন। ২০০০ সালে তিনি বিশেষ
দায়িত্ব নিয়ে সুইজারল্যান্ডের লুসানে
যান। এর আগে ১৯৯৬ থেকে
২০০০ সাল অদি অধ্যাপক পিল্লাই
কোড্রায়ামস্থিত মহাত্মা গান্ধি
বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য্য হিসাবে
দায়িত্ব সামলেছেন। ঐ সময়েই তিনি

কোচিন বিশ্ববিদ্যালয়ের অতিরিক্ত
দায়িত্ব পালন করেছেন।
সুইজারল্যান্ড থেকে ফিরেই তিনি
বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী আয়োগের ভাইস
চেয়ারম্যান পদে যোগ দেন। ২০০৩
সালে চেয়ারম্যান পদে উন্নীত হন।
একই সময়ে অধ্যাপক পিল্লাই জাতীয়
শিক্ষামান নির্ধারণ ও স্বীকৃতি প্রদান
পর্ষদের কার্যকরী নির্দেশক হিসাবেও
দায়িত্ব পালন করেছেন। এই দায়িত্ব
থেকে অব্যাহতি নেওয়ার পর ইন্দিরা
গান্ধি জাতীয় মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের
উপাচার্য্য হিসাবে যোগ দেন। ২০১১
থেকে ২০১৪ সাল পর্যন্ত তিনি
কেরালা বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও পরিবেশ
পর্ষদের কার্যকরী সহ-সভাপতি
ছিলেন। ঐ সময়েই উনাকে রাজ্যের
বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি দপ্তরের প্রধান সচিব
পদে উন্নীত করা হয়। তিনি কেরালা
উপকূল অঞ্চল ব্যবস্থাপনা পর্ষদ এবং
কেরালা বায়োটেকনোলজি
কমিশনের চেয়ারম্যান হিসাবেও কাজ
করেছেন।

প্রয়াত ২ ব্যবসায়ীর

টানা ৫ দিন ব্যাঙ্ক-এনিমো বন্ধ

থানার নাকের ডগায় চলছে তিরের রমরমা ব্যবসা। কদমতলা এলাকার মলয় নাথ ও কুসুম এই দুজনের তিরের ব্যবসার কুপোকাত গোটা বাজার

মানুষও অতিষ্ঠ তির ব্যবসায়ীদের দাপটে। থানার বড়বাবু সহ অন্যান্য দারগরা মাথা নিচু করে বসে আছেন তাদের কাছে। কদমতলা থানা থেকে

সুবিধা নিতেই শীতঘুমে পুলিশ টাকার বিনিময় গ্রাহকদের মতো থানার পুলিশ হাতেনাতে পা মোবাইল সূত্র সিজ করলেই বেরিয়ে আসে দিন তাতে দরিদ্র পড়ছে। অতিদশ টাকায় চা খরচে অধিক লপা দিয়ে প্রতিটি খেলে বসেন দীনিংস্ব হয়ে যাতে ভারি হচ্ছে বুতীরের ব্যবসাবাজার। সঙ্গে রমরমাও। মদব্যবসায়ী ব

ইউজিসি'র ভূতপূর্ব চেয়ারম্যান ইকফাই ত্রিপুরার আচার্য নিযুক্ত

কামালঘাট, ৩১ আগস্ট : দেশের অন্যতম প্রখ্যাত রসায়নবিদ, বিশিষ্ট শিক্ষাব্যক্তিত্ব তথা বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি আয়োগের প্রাক্তন চেয়ারম্যান অধ্যাপক ডি এন রাজশেখর পিল্লাই ইকফাই বিশ্ববিদ্যালয় ত্রিপুরার আচার্য পদে যোগ দিচ্ছেন। হায়দরাবাদস্থিত ইকফাই সোসাইটি পাঁচবছরের জন্য উনাকে এই পদে মনোনয়ন দিয়েছে। ত্রিপুরার রাজ্যপাল তথা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিদর্শক ইতোমধ্যেই এই মনোনয়নে সিলমোহর দিয়েছেন। তিনি ডঃ জে মহিন্দার রেড্ডির স্থলাভিষিক্ত হচ্ছেন। আগামী মাসের প্রথম সপ্তাহেই ইকফাই বিশ্ববিদ্যালয় ত্রিপুরায় আচার্যও পদে যোগ দেবেন অধ্যাপক ডি এন রাজশেখর পিল্লাই। ২১ সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিতব্য সমাবর্তন সমারোহেও তিনি উপস্থিত থাকবেন।

কেরালার বাসিন্দা অধ্যাপক পিল্লাই-এর কর্মজীবন অত্যন্ত বর্ণময়। দীর্ঘ কর্মজীবনে অধ্যাপক পিল্লাই দেশের শিক্ষাজগতে অত্যন্ত সুনামের সাথে বিভিন্ন উচ্চপদে কাজ করেছেন। তিনি বর্তমানে রাজস্থানের মেবার বিশ্ববিদ্যালয়ের সভাপতি পদে আসীন রয়েছেন। একই সঙ্গে মানবসম্পদ উন্নয়নে ব্রতী নয়াদিল্লিস্থ একটি সংস্থার অবৈতনিক সভাপতির পদ সামলাচ্ছেন অধ্যাপক রাজশেখর পিল্লাই। ১৯৭১ সালে কর্মজীবন শুরু করার পর বিগত ৪৭ বছরে তিনি সম্মানের শিখরে পৌঁছেছেন। অত্যন্ত মেধাবী ছাত্র থেকে বিজ্ঞান গবেষক হয়ে উঠা এহেন ব্যক্তিত্ব কেরালা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক হিসাবে কর্মজীবন শুরু করেন। ২০০০ সালে তিনি বিশেষ দায়িত্ব নিয়ে সুইজারল্যান্ডের লুসানে যান। এর আগে ১৯৯৬ থেকে ২০০০ সাল অবধি অধ্যাপক পিল্লাই কোটায়ামস্থিত মহাত্মা গান্ধী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যও হিসাবে দায়িত্ব সামলেছেন। ওই সময়েই তিনি কোচিন বিশ্ববিদ্যালয়ের অতিরিক্ত দায়িত্ব পালন করেছেন। সুইজারল্যান্ড থেকে ফিরেই তিনি বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি আয়োগের ভাইস চেয়ারম্যান পদে যোগ দেন। ২০০৩ সালে চেয়ারম্যান পদে উন্নীত হন। একই সময়ে অধ্যাপক পিল্লাই জাতীয় শিক্ষামান নির্ধারণ ও স্বীকৃতি প্রদান পর্বদের কার্যকরী নির্দেশক হিসাবে ও দায়িত্ব পালন করেছেন। এই দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি নেওয়ার পর ইন্দিরা গান্ধী জাতীয় মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হিসাবে যোগ দেন। ২০১১ থেকে ২০১৪ সাল পর্যন্ত তিনি কেরালা বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও পরিবেশ পর্বদের কার্যকরী সহসভাপতি ছিলেন। ওই সময়েই উনাকে রাজ্যের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি দফতরের প্রধান সচিব পদে উন্নীত করা হয়। তিনি কেরালা উপকূল অঞ্চল ব্যবস্থাপনা পর্বদ এবং কেরালা বায়োটেকনোলজি কমিশনের চেয়ারম্যান হিসাবেও কাজ করেছেন।

চিফ মিনিস্টার'স অ্যানয়াল

নানা কুত
জীবন যাপ
কি ভ
হ
যে বে
চিকিৎসা



বিগত ২০ বছর

আমাদের, অ
স্বাস্থ্য সমস্যা

প্রণ

বনমালীপুর, পু

ইউ জি সি'র ভূতপূর্ব চেয়ারম্যান

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩১ আগস্ট : দেশের অন্যতম প্রখ্যাত রসায়নবিদ, বিশিষ্ট শিক্ষাব্যক্তিত্ব তথা বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী আয়োগের প্রাক্তন চেয়ারম্যান অধ্যাপক ডি এন রাজশেখর পিল্লাই ইকফাই বিশ্ববিদ্যালয় ত্রিপুরার অচার্য পদে যোগ দিচ্ছেন। হায়দ্রাবাদস্থিত ইকফাই সোসাইটি পাঁচ বছরের জন্য উনাকে এই পদে মনোনয়ন দিয়েছে। ত্রিপুরার রাজ্যপাল তথা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিদর্শক ইতোমধ্যেই এই মনোনয়নে সীলমোহর দিয়েছেন। তিনি ড. জে মহিন্দার রেড্ডির স্থলাভিষিক্ত হচ্ছেন। অগামী মাসের প্রথম সপ্তাহেই ইকফাই বিশ্ববিদ্যালয়ের ত্রিপুরার অচার্য পদে যোগ দেবেন অধ্যাপক ডি এন রাজশেখর পিল্লাই। একুশে সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিতব্য সমাবর্তন সমারোহেও তিনি উপস্থিত থাকবেন। কেরালার বাসিন্দা অধ্যাপক পিল্লাই এর কর্মজীবন অত্যন্ত বর্ণময়। দীর্ঘ কর্মজীবনে অধ্যাপক পিল্লাই দেশের শিক্ষাজগতে অত্যন্ত সুনামের সাথে বিভিন্ন উচ্চপদে কাজ করেছেন। তিনি বর্তমানে রাজস্ব-নের মেবার



বিশ্ববিদ্যালয়ের সভাপতি পদে আসীন রয়েছেন। একইসঙ্গে মানবসম্পদ উন্নয়নে ব্রতী নয়াদিল্লিস্থিত একটি সংস্থার অবৈতনিক সভাপতির পদ সামলাচ্ছেন অধ্যাপক রাজশেখর পিল্লাই। ১৯৭১ সালে কর্মজীবন শুরু করার পর বিগত ৪৭ বছরে তিনি সম্মানের শিখরে পৌঁছেছেন। অত্যন্ত মেধাবী ছাত্র থেকে বিজ্ঞান গবেষক হয়ে উঠা এহেন ব্যক্তিত্ব কেরালা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক হিসেবে কর্মজীবন শুরু করেন।

মুখ্যমন্ত্রী, শিক্ষামন্ত্রী ও রাজস্বমন্ত্রীকে তোপ

প্রথম
তাদের
সমস্ত
হয়েছে
চেপ্টা
অসহা
ধরে গ
শেষ
ক্ষতি
আতঙ্ক
বেড়িয়ে
রহমান
বাইরে
ইতিমধ্যে
নেতৃত্ব
এ
এখনো
বলেছে
ছাঁটাই
এই ঘটন
শান্তি
দোষী
জানিয়ে
আরোগ
শুভচেত
নিধনকা
প্রতিবা
হয়েছে
গলা টি
যাবে ন
হবে ব